আর কতদিন

জহির রায়হান

তবু মানুষের এই দীনতার বুঝি শেষ নেই।
শেষ নেই মৃত্যুরও।
তবু মানুষ মানুষকে হত্যা করে।
ধর্মের নামে।
বর্ণের নামে।
জাতীয়তার নামে।
সংস্কৃতির নামে।
এই বর্বরতাই অনাদিকাল ধরে আমাদের এই পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে।
হিংসার এই বিষ লক্ষ-কোটি মানব সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।
জীবনকে জানবার আগে।
বুঝবার আগে।
উপভোগ করবার আগে।
ঘৃণার আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করেছে অসংখ্য প্রাণ।

কিন্তু : মানুষ মরতে চায় না।
ওরা বাঁচতে চায়।

এই বাঁচার আগ্রহ নিয়েই গুহা-মানব তার গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।
সমুদ্র সাঁতরেছে।
পাহাড় পর্বত পেরিয়েছে।
ইতিহাসের এক দীর্ঘ যন্ত্রণাময় পঙ্ক পেরিয়ে সেই গুহা-মানব এগিয়ে এসেছে অন্ধকার থেকে আলোতে।
বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে।
মানুষের এ এক চিরন্তন যাত্রা।
জ্ঞানের জন্যে।
আলোর জন্যে।
সুখের জন্যে।

তবু আলো নেই।
তবু অন্ধকার।

অন্ধকারের নিচে সমাহিত মৃত নগরী।
প্রাণহীন।
যেন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত তার অবয়ব।

দীর্ঘ প্রশস্ত পথগুলোতে কবরের শূন্যতা।
ভাঙা কাচের টুকরো। ইটের টুকরো : আর মৃতদেহ।
কুকুরের।
বিড়ালের।
পাখির।
আর মানুষের।
একটা।
দুটো।
তিনটে।
অগুনতি।
জীবনের স্পন্দনহীন নগরী শুধু এক শব্দের তাণ্ডবের হাতে বন্দি। যেন অসংখ্য হিংস্র জানোয়ার বন্য ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করছে।
যেন অনেকগুলো পাগলা কুকুর।
কিম্বা রক্তপিপাসু সিংহ। বাঘ।
অথবা একদল মারমুখো শূকর-শূকরী।

আর সেই বন্যতার ভয়ে ভীত একদল মানুষ নেংরা অন্ধকার একটি ঘরের ভেতরে ; ইঁদুর যেমন করে তার গর্তের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে থাকে ; তেমনি বসে আছে।
আতঙ্কে অস্থির মুখ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে ওদের। একদল ছেলে বুড়ো মেয়ে।
যুবক। যুবতী।
আর একটি সন্তান-সম্ভবা মহিলা।
অন্ধকারের আশ্রয়ে নিজেদের গোপন করে রাখার অপ্রাণ চেষ্টা করছে ওরা।
একটা বাচ্চা ছেলে খুকখুক করে কাশলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘুরে তাকালো। ওর দিকে।
দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছে। খবরদার আর শব্দ কোরো না।
যদি না পারো দু-হাতে মুখ চেপে রাখো।
নইলে ওরা আমাদের অস্তিত্বের কথা টের পেয়ে যাবে।
তাহলে কারো রক্ষা নেই।
অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটি স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে শুয়ে। যন্ত্রণাকাতর মুখে চারপাশে তাকাচ্ছে সে :
সবাই তাকে দেখছে। শব্দ কোরো না।
কয়েকটা আরশুলা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেয়ালের গায়ে।
সহসা কান যেন পায়ের শব্দ শোনা গেলো বাইরে।
মুহূর্তে সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।
শ্বাস বন্ধ হলো।
ওই বুঝি মৃত্যু এলো।

দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো। শুনুন : দরজা খুলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যেতে এসছি। পাশের বাড়ির বুড়িমায়ের কণ্ঠস্বর। বিশ্বাস করুন। আমি আপনাদের বাঁচাতে এসছি। কোনো ভয় নেই। দরজা খুলুন।
ভেতর থেকে কেউ কোনো উত্তর দিলো না ওরা।
কে যেন চাপা স্বরে বললো, না না দরজা খুলো না। ওদের কোনো বিশ্বাস নেই। বাইরে শব্দ শুনতে পাচ্ছো না ? ওরা ওই বুড়িটাকে পাঠিয়েছে। আমাদের খুন করবে।
সেই শব্দের দানব ধীরেধীরে কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে।
শুনুন। দরজা খুলুন। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দোহাই আপনাদের দরজা খুলুন। আবার সেই বুড়িমা'র কণ্ঠস্বর।
একটা ছেলে সামনে এগিয়ে যেতে আরেকজন পেছন থেকে ধরে ফেললো। কোথায় যাচ্ছো ?
দরজা খুলে দেবো।
না। না। না। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে প্রতিবাদ করলো।
না। না। না।
কেন ?
ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।
মরতে হলে বিশ্বাস করেই মরবো। ছেলেটি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো।
একঝলক আলো এসে পড়লো আতঙ্কিত মুখগুলোর ওপরে। একটা চাপা আর্তনাদ করে ওরা পরস্পরের বাহুর নিচে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলো। না। না। আমরা আলো চাই না।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়িমা। হাতে তার জ্বলছে একটা মোমবাতি। চোখজোড়া শান্ত স্নিগ্ধ। আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আসুন। আমার সঙ্গে আসুন আপনারা।
অনেকগুলো ভয়ার্ত চোখ। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।
আসুন। আমার সঙ্গে আসুন।
আসন্ন মৃত্যুর চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে ওরা শ্রেয় মনে করলো। হয়তো তাই, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ওরা।
বুড়িমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে এলো সামনে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটিকে দুজনে দুদিক থেকে সাবধানে তুলে নিলো।

ধুলোয় ভর্তি অপরিসর করিডোর দিয়ে কয়েকটা ইঁদুর ছুটে বেরিয়ে গেলো এপাশ থেকে ওপাশে। চমকে উঠল সবাই।
মোমবাতির সলতেটা বার কয়েক কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেলো।
ও কিছু না। ইঁদুর। বুড়িমা সবার দিকে তাকিয়ে ভরসা দিলো।
করিডোরটা যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে একটা সরু সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় এসে বুড়িমা দেখলেন তাঁর তিন সন্তান সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে ওরা একপাশে সরে দাঁড়ালো।
মনে হলো মায়ের আচরণে ওরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। মা এগিয়ে গেলেন সামনে।

একটা ছোট্ট গলির মতো ঘর। রান্নাঘর ওটা।
বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে চুলোয় আঁচ দিচ্ছিলো। ঘুরে তাকালো ওদের দিকে। তাঁর চোখেমুখে কৌতূহল।
ঘরের মাঝখানে ছাতের কাছাকাছি কাঠ দিয়ে তৈরী একটা বাক্সঘর।
বুড়িমা বললেন, ভয়ের কিছু নেই। আপনারা ওর মধ্যে লুকিয়ে থাকুন। আমি বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেবো। কেউ টের পাবে না।
আশ্রিত মানুষগুলো বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।
আমি জানি ওর মধ্যে থাকতে আপনাদের ভীষণ অসুবিধে হবে।
কিন্তু প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই পৃথিবীতে।
কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরেধীরে বাক্সঘরের মধ্যে উঠে গেলো ওরা।
উনিশজন মানুষ।
বাচ্চা। বুড়ো। পুরুষ। মেয়ে। যুবক। যুবতী।
আর আসন্ন সন্তান-সম্ভবা মহিলাটি।
বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলেন বুড়িমা। সিঁড়িটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন।
রাস্তায় সহস্র ধ্বনির একত্রিত পাশবিক চিৎকার।
পশুরা হল্লা করছে।
এটা তুমি ঠিক করলে না মা।
দোরগোড়ায় সন্তানের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলেন বুড়িমা।
কেন। কী হয়েছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সন্তানের দিকে তাকালেন তিনি।
প্রথমজন বললো, কেউ যদি টের পায় তাহলে?
দ্বিতীয়জন বললো, তাহলে ওরা আমাদেরকেও মেরে ফেলবে।
তৃতীয়জন বললো, এটা ঠিক করলে না মা।
মা তিনজনের দিকে তাকালেন। ধীরেধীরে বললেন, কতগুলো নিরপরাধ মানুষকে আমাদের চোখের সামনে মেরে ফেলবে আর আমরা চেয়ে দেখবো? তপুর কথা ভাবো একবার। তোমাদের ভাই। সে এখন কোথায়। ওকে যদি কেউ মেরে ফেলে? সহসা থামলেন বুড়িমা।
মুহূর্তে তাঁর মুখখানা বিষাদে ছেয়ে গেলো। আস্তে করে শুধালেন। তপুর কোনো খোঁজ বের করতে পারলে না তোমরা।
না।
পশুরা হল্লা করছে বাইরে।
মায়ের মন আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

এখানেও জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই।
প্রশস্ত পথ জুড়ে ভাঙা কাচের টুকরো। ইটের টুকরো। আর মৃতদেহ।
কুকুরের।
বিড়ালের।
শূকর ছানার।

পাখির।
আর মানুষের।
চারপাশ একবার তাকালো তপু।
ধ্বনির পশুরা তাড়া করছে ওকে।
ডানে। বাঁয়ে। সামনে পেছনে।
চারপাশে থেকে।
তপু ছুটছে। পালাচ্ছে সে প্রাণপণে।
সহসা সামনে একটা খোলা দরজা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।
ওটা একটা সিঁড়িঘর। ঘোরানো সিঁড়ির উৎসমুখে লুকিয়ে থাকার মতো একটুকরো অন্ধকার। তার ভেতরে এসে আত্মগোপন করলো তপু।
শব্দের রাক্ষসগুলো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।
নিশ্বাস বন্ধ করে নীরবে বসে-বসে নিজের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ধাবমান গতিটাকে আয়ত্তের আনার চেষ্টা করতে লাগলো সে।
ভাঙার শব্দ শুনলো।
কাছে কোথায় যেন সবকিছু ভেঙে চুরমার করে ফেলছে ওরা:
একটা আর্তনাদ শোনা গেলো। না। না।
তপু এবার যে-ঘরে এসে আশ্রয় নিলো তার কোনো কিছুই অক্ষত নেই।
বিছানা। আসবাব। বই। কাপড়। কাচ। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।
তপুর মনে হলো তার হাত-পা সব ধীরেধীরে অবশ হয়ে আসছে।
দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। ধীরেধীরে চারপাশে তাকালো। কাকে যেন খুঁজলো।
অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো সে। ইভা!
কোনো সাড়া নেই।
পার্শ্বের বাথরুমে খোলা কল থেকে একটানা পানিপড়ার শব্দ হচ্ছে: বেসিন উপচে পানি গড়িয়ে পড়ছে নিচে। বাথটাবে কয়েকটা মৃতদেহ। রক্ত আর পানির মধ্যে ডুবে আছে।
ইভার মা।
বাবা।
ছোট ভাই।
মরিয়া হয়ে ইভাকে খুঁজতে লাগলো তপু।
কয়েকটা কাচের টুকরো ছিটকে গেলো মেঝের ওপর।
ইভা। ইভা।
আবার সেই পশুদের চিৎকার।
কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করতে গিয়ে পিঠের সঙ্গে নরম কী যেন ঠেকলো তার।
সভয়ে পিছিয়ে আসতে ইভার চেতনাহীন দেহটা মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়লো।
ইভা! তপু চমকে উঠলো।
ইভার ধমনি দেখলো সে।
বুকে মাথা রেখে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। বেঁচে আছে।
দু-হাত ভরে বেসিন থেকে পানি এনে ওর মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলো সে।

ইভা চোখ মেলে তাকিয়ে চিৎকার করে আবার চোখ বন্ধ করলো।
না। না। সেহাই তোমাদের আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না :
তপু ডাকলো। শোনো ইভা, আমি তপু। চেয়ে দ্যাখো আমি তপু।
জবার মতো লাল চোখজোড়া আবার খুললো মেয়েটি। যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারবে না সে। সহসা শিশুর মতো কেঁদে উঠে তপুর বুকে মুখ লুকালো মেয়েটি।

বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি।
আকাশ কালো করা জমাটে মেঘগুলো বৃষ্টির রূপ নিয়ে অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়ছে মাটিতে।
আর অসংখ্য অগণিত লোক সেই বর্ষণের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে একহাঁটু পানি আর কাদা ভিঙিয়ে হেঁটে চলেছে।
নানা বর্ণের।
নানা বয়সের।
কেউ দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত।
কেউ জরাগ্রস্ত।
কেউ আবার হিংস্র দানবের নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত।
ওরা চলছে।
আমরা এখন কোথায় ? একজন আর-একজনকে প্রশ্ন করলো। আমরা এখন কোথায় ?
ইন্দোনেশিয়ায়। না ভিয়েতনামে ! না সাইপ্রাসে !
কোথায় আমরা ?
জানি না।
আমার বাড়িঘরগুলো ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। জমি দখল করে নিয়েছে।
আল্লা ওদের ক্ষমা করবে ভেবেছো। কোনো দিনও না।
ঘর। বাড়ি। মাটি ছেড়ে আসা মানুষগুলো একহাঁটু পানি আর কাদা ভিঙিয়ে হেঁটে চলেছে।
আর তাদের মাঝখানে বুড়িমা ঘুরে-ঘুরে সবার কাছে যাচ্ছেন। সকলকে দেখছেন। সবার চেহারার দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকাচ্ছেন তিনি। তাঁর সন্তানকে খুঁজছেন। আপনারা কেউ দেখেছেন কি তাকে ? আসার পথে কোথাও দেখেছেন কি ? মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। শ্যামলা রঙ। দেখতে বেশ লম্বা। আপনারা কেউ দেখেছেন কি। সবার কাছে একটি প্রশ্নই করেছেন বুড়িমা। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওর কপালের বাঁ-পাশে একটা কাটা দাগ আছে। ছোট-বেলায় বিছানা থেকে পড়ে কেটে গিয়েছিলো : আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল কি ?
সবার কাছে ওই একটি প্রশ্ন করে-করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মা। কিন্তু কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারছে না।
সবাই নিজের ভাবনা আর চিন্তায় মগ্ন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের কথা নিয়ে দু-দণ্ড আলাপ করার অবকাশ নেই।
আপনি দেখেছেন কি ? ওর নাম তপু। হ্যাঁ, আমার ছেলের নাম। ও নামে কাউকে দেখেছেন কি ?

পু, তাই না ? হ্যাঁ মনে হচ্ছে দেখা হয়েছিলো, মনে ঠিক কোথায় দেখা হয়েছিলো স্মরণ
রতে পারছি না। অত কী আর মনে থাকে মা। গ্রামকে-গ্রাম ওরা পুড়িয়ে ছাই করে
লো। কত মেরেছে জিজ্ঞেস করছো ? তার কি কোনো হিসেব আছে। একবছর নদীতে
কোনো স্রোত ছিলো না। মরা মানুষের গাদাগাদিতে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শকুনরা
ড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে দু-বছর ধরে। এখনো খাচ্ছে।
আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।
জের সন্তানের নির্মম মৃত্যুর কথা জেনে অবিরাম বৃষ্টিধারার মাঝখানে নীরবে দাঁড়িয়ে
ইলেন তিনি।
-চোখ থেকে ঝরে-পড়া অশ্রু, বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে, দু-গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো
চে।
মি কাঁদছো কেন গো। কেঁদে কী হবে। আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো আমি তো কাঁদি না।
ক্ষুব্ধ মিছিলের একজন বললো। ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে হিরোশিমায়।
মার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটা এক সাদা কুত্তার
ড়িতে বাঁদি ছিলো। তার প্রভু তাকে ধর্ষণ করে মেরেছে আফ্রিকাতে। আমার বাবাকে
ত্যা করেছে ভিয়েতনামে। আর আমার ভাই, তাকে ফাঁসে ঝুলিয়ে মেরেছে ওরা। কারণ
ন মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতো।
ন্তু আমি তো কাঁদি না। তুমি কাঁদছ কেন।
মন্ন বুড়িমা স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই লোকটার দিকে। লোকটা থামলো না।
কহাঁটু পানি আর কাদা ডিঙিয়ে সে এগিয়ে গেলো। সামনে। সহস্র শরণার্থীর অবিরাম
ছিলে।

পিশা কুকুরের হল্লা বেড়েই চলেছে।
রীয়া হয়ে ওরা তাড়া করেছে তপুকে। ইভাকে।
রা দুজনে ছুটছে। প্রাণপণে।
করো টুকরো ইটে-ভরা শহরে রাস্তাগুলোতে আলো ঝলমল করছে। আর ওরা অন্ধকার
জছে।
কটুখানি অন্ধকার পেলে তার ভেতর দুজনে আত্মগোপন করবে ওরা। সহসা তপু একটা
টের টুকরো তুলে নিলো হাতে। রাস্তার পাশে জ্বলা বাতি লক্ষ করে ইটটা ছুঁড়ে মারলো
।
তি নিভে গেলো।
চের টুকরোগুলো ছিটকে গেল নিচে।
রেকটা বাতি নিভে গেলো।
ক নতুন খেলায় মেতেছে ওরা।
র আরে তপু।
সংগ্রহ করে এগিয়ে দিচ্ছে ইভা।
র একটার পর একটা বাতি ভেঙে চলেছে তপু।

ঝলমলে আলো সরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এলো পথে। আর সেই অন্ধকারের এককোণে নীরবে লুকোল ওরা দুজনে :
পাগলা কুকুরগুলো হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের।
শূকর হানাগুলো চিৎকার জুড়েছে সারাপথ জুড়ে।
তপ্তর সারাদেহ গড়িয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে।
ইভার বুকটা ওঠানামা করছে দ্রুত তালে।
ইভা। তপ্ত ডাকলো।
কী। ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো ইভা।
ভয় লাগছে?
না। তুমি পাশে থাকলে আমি ভয় পাই না।
আচ্ছা ইভা। তপ্ত আবার বললো, তুমি আমাকে ভালোবাসতে গেলে কেন বলো তো?
জানি না। ইভা মিষ্টি করে হাসলো। ভালো লেগেছে। ভালো লাগে। তাই ভালোবাসি।

গির্জার ঘণ্টাগুলো মৃদু শব্দে বেজে উঠলো।
বুড়ো পাদ্রি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন।
দোরগোড়ায় কারা যেন করাঘাত করছে।
বুড়ো পাদ্রি মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন।
তারপর এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।
ইভা আর তপ্ত বাইরে দাঁড়িয়ে।
ওদের বিপর্যস্ত চেহারা আর বসনের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন বুড়ো পাদ্রি।
আমরা আপনার এখানে একটু আশ্রয় পেতে পারি কি। শুধু একটা রাতের জন্যে।
ওদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বুড়ো পাদ্রি।
দূরে শূকর-শূকরীর হল্লা শুনলেন।
ইঙ্গিতে ওদের ভেতরে আসতে বললেন তিনি।
দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিলেন।
গির্জার ভেতরে এক প্রশান্ত নীরবতা।
শুধু ওদের পায়ে চলার শব্দগুলো উঁচু দেয়ালের গায়ে লেগে করুণ এক প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছে।
একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে এনে ওদের আশ্রয় দিলেন বুড়ো পাদ্রি। এখানে কেউ তোমাদের খোঁজ পাবে না। লুকিয়ে থাকতে পারো। বুড়ো পাদ্রি শুধালেন, তোমরা কি ক্ষুধার্ত। কিছু খাবে?
ওরা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।
দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বুড়ো পাদ্রি ফিরে যাচ্ছিলেন, হয়তো খাবারের খোঁজে। সহসা নিচে প্রার্থনালয় থেকে অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকারধ্বনি শুনলেন।
বিস্মিত হলেন তিনি।
সামনে এগিয়ে এসে দেখলেন।

র্থনালয় ভরে গেছে সাদা ধবধবে মানুষের ভিড়ে।

ড়ো পাদ্রিকে দেখে চিৎকার করে উঠলো ওরা।

এই নিগ্রোগুলোকে ওখান থেকে বের করে দাও। আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

না না ওরা তো নিগ্রো নয়। বুড়ো পাদ্রি বিড়বিড় করে বললেন : তোমরা ভুল করছো। ওরা নিগ্রো নয়।

মিথ্যে কথা। সাদা ধবধবে মানুষগুলো আবার চিৎকার জুড়ে দিলো। আমরা দেখেছি, একটা নিগ্রো ছেলে আর মেয়েকে তুমি গির্জার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছো। বের করে দাও ওদের।

ড়ো পাদ্রি দ্বিরুক্তি করলেন না।

ঘরে এসে ভেজানো দরজাটা খুলে ইভা আর তপুকে দেখলেন তিনি।

দেখলেন। একটি নিগ্রো ছেলে আর একটি নিগ্রো মেয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তের জন্যে হতবিহ্বল হয়ে গেলেন বুড়ো পাদ্রি।

বিশ্বাস হলো না।

আবার দেখলেন।

আবার তাকালেন।

না। নিগ্রো ছেলে আর মেয়ে তো নয়। ইভা আর তপু বসে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছে দিকে।

অতক্ষণে শ্বাস নিলেন তিনি প্রাণ ভরে।

প্রার্থনালয়ের কাছে সেই সাদা ধবধবে মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবার অভিলাষে ফিরে এলে বুড়ো পাদ্রি দেখলেন, প্রার্থনালয় শূন্য। শূন্য চেয়ারগুলোতে একটি মানুষের অস্তিত্ব নেই। বার কয়েক মাথা নাড়লেন তিনি।

নর্বাক্তিতে।

তারপর পকেট থেকে ক্ষুদ্র বাইবেলটা বের করে জোরে–জোরে আবৃত্তি করতে লাগলেন বুড়ো পাদ্রি।

অন্ধকারের মধ্যে নীরবে বসে-বসে অনেকক্ষণ ধরে বুড়ো পাদ্রির বাইবেল পাঠ শুনলো ইভা আর তপু।

হঠাৎ তপু শুধালো, কী ভাবছো ইভা।

ইভা বললো, যদি পৌঁছতে না পারি।

নিশ্চয়ই পারবো। তপু সাহস দিলো তাকে।

ইভা আবার বললো, কিন্তু সেখানেও যদি—কথাটা শেষ করলো না সে।

তপু মুখ তুলে তাকালো তপুর দিকে।

সেখানে ভয়ের কিছু নেই ইভা। তপু ধীরেধীরে জবাব দিলো। ওখানে আমার মা আছেন। বাবা আছেন। আমার তিনটে ভাই আছেন আর একটি বোন। ওরা সবাই তোমাকে পেলে খুব খুশি হবে ইভা।

তুমি দেখে নিও। ওরা ভীষণ ভালোবাসবে তোমায়।

আমি শুধু তোমার ভালোবাসা চাই। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো ইভা। সারাটা জীবন শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই তপু। আমি একটি

সুন্দর ঘর বাঁধতে চাই। আমি সুখ চাই। শান্তি চাই। বলতে বলতে দু-চোখ ভরে অশ্রু জমে এলো তার।
তপু ধীরেধীরে ইভার মুখখানা কাছে টেনে নিলো। চোখের কোণে জমে-থাকা-অশ্রু বিন্দুগুলো আঙুলের স্পর্শে আদর করে মুছে দিয়ে বললো, কেঁদো না ইভা। কাঁদছো কেন? ইভা আস্তে করে বললো, বাবা-মার কথা ভীষণ মনে পড়ছে তাই।

বাক্সঘরের মধ্যে আশ্রিত উনিশজন মানুষ।
বাচ্চা। বুড়ো। পুরুষ। মেয়ে। যুবক। যুবতী।
আর আসন্ন সন্তানসম্ভবা মহিলাটি।
খোঁয়াড়ের মধ্যে হাঁস-মোরগগুলো যেমন গাদাগাদী হয়ে থাকে তেমনি।

তেমনি আছে ওরা।
কতগুলো মানুষ।
জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে। সারাক্ষণ এক আতঙ্কের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। একটু নড়াচড়া করার পরিসর নেই। মাথা সোজা করে বসবে সে সুযোগ নেই। কারণ বুকের কাছ থেকে মাথাটা তুলতে গেলেই ছাদের সঙ্গে লাগে। মই বেয়ে উঠে বাক্সঘরের দরজা খুললেন বুড়িমা।
একটুকরো আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো ওদের চোখেমুখে। কয়েক ঢেউ বাতাসে পোকামাকড়ের মত মানুষগুলো নড়েচড়ে উঠলো।
বুড়িমা খাবার নিয়ে এসেছেন।
উনিশজোড়া ক্ষুধার্ত চোখ ঝাঁপিয়ে পড়লো খাবারের থালার ওপরে। খাবারগুলো গোগ্রাসে গিলতে লাগলো ওরা।
বুড়িমা স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
তারপর বললেন, বাইরে এখন গোলমাল কিছুটা কমেছে। আপনারা নিচে নেমে এসে কিছুক্ষণ চলাফেরা করুন।
হাত পাগুলো ছড়িয়ে বসুন।
উনিশজোড়া চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।
ওদের নিচে নামার জন্যে মইটা ধরে দাঁড়ালেন বুড়ী মা।
কিন্তু বাক্স থেকে বেরুতে গিয়ে ওরা অনুভব করলো হাত-পাগুলো আর সোজা করতে পারছে না। বুকের কাছ থেকে মাথাটা তুলতে গিয়ে দেখলো মেরুদণ্ডে টান পড়ছে। ব্যথা লাগছে।
দীর্ঘদিন একটা লাগ্রের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বন্দী হয়ে থাকতে থাকতে ওরা ধীরেধীরে দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদ হয়ে গেছে।
তবু হাত-পাগুলো সোজা করে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো ওরা।
চতুষ্পদ মানুষগুলো।
সহসা বাইরে আবার সেই হিংস্রথাবা শব্দ শোনা গেল।
সচকিত হলো উনিশটি প্রাণ।

কলাস মানুষগুলো পাখির মত কিচকিচ শব্দ তুলে মইটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।
লাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন মা।

ড়া বাবা বিছানায় বসে তছবি গুণছেন।
ন সন্তান উৎকর্ণ হয়ে বন্য ধ্বনি শুনছে।
াদ্দ বছরের মেয়েটি হঠাৎ বললো, বাবা, কারা যেন কড়া নাড়ছে।
ড়া বাবা অস্বস্তিতে তছবি নামিয়ে রাখলেন। তিন সন্তানের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে
লেন, বাতিগুলো সব নিভিয়ে দাও। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো তাঁর।
চৌদ্দ বছরের মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন; কানে কানে বললেন, ওঘরে গিয়ে
দের একেবারে চুপ করে থাকতে বলে এসো। যেন কোনো রকম শব্দ না করে, যাও।
ল স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি।
জার করাঘাতের মাত্রা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে।
ড়া বাবা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।
জা খুলে দেবেন কিনা।
ড়মা।
র তিন সন্তান।
র চৌদ্দ বছরের মেয়েটি।
াই গভীর উৎকণ্ঠা বুক নিয়ে সিঁড়ির মাথায় নীরবে দাঁড়িয়ে। বুড়ো বাবা দরজা খুললেন।
ইরে থেকে কয়া হিংস্রতা চিৎকার করে উঠলো। বাড়ির ভেতর থেকে ওদের বের করে
ও।
খানে কেউ নেই। বিশ্বাস করো। এখানে কেউ নেই। বুড়ো বাবা একনিশ্বাসে বলে
লেন।
থ্যা কথা।
থ্যা কথা।
থ্যা কথা।
সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ চিৎকার জুড়লো। তোমরা কাদের আশ্রয় দিয়েছো আমরা
নি। নিজেদের ভালো চাও তো ওদের আমাদের হাতে দিয়ে দাও।
মরা ভুল করছো। আমাদের এখানে কেউ নেই।
ু ওরা বিশ্বাস করলো না; বুড়ো বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ভেতরে এসে ঢুকলো ওরা।
রপর পুরো বাড়িটা তচনচ করে ফেলতে লাগলো।
ঘরে তখন কবরের নীরবতা।
্যের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পাথরের মত শুব্ধ হয়ে গেলো ওরা।
য়।
তরে।
া সেই মুহূর্তে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটির প্রসব বেদনা উঠেছে। একটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে
।

আহত ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলো তপু।
শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো ইভা।
তারপর আবার ছুটতে লাগলো ওরা।
সামনে অগুনতি লোক। বাস্তুহারাদের অফুরন্ত মিছিল।
নানা বর্ণের।
নানা গোত্রের।
নানা ধর্মের।
দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত। শীর্ণ। জীর্ণ।
ক্ষতবিক্ষত অবয়ব।
ওদের মাঝখানে এসে কিছুক্ষণের জন্যে হতবিহ্বল হয়ে গেলো ইভা আর তপু।
তোমরা কোত্থেকে আসছো?
ইন্দোনেশিয়া থেকে।
ভিয়েতনাম থেকে।
গ্রীস থেকে।
সাইপ্রাস থেকে।
জেরুজালেম থেকে।
হিরোশিমা থেকে।
কোথায় যাচ্ছো। কোথায় যাবে তোমরা?
আমরা অন্ধকার থেকে আলোতে যেতে চাই।
আমরা আলো চাই।
তোমরা কোথায় যাচ্ছো? একজন বুড়ো প্রশ্ন করলো ওদের।
তপু ইতস্তত করে বললো। আমার মা-বাবা ভাই-বোনের কাছে।
তোমার নাম? তোমার নাম কি? সহসা আরেকজন শুধালো।
আমার নাম তপু।
তপু? লোকটা এগিয়ে এলো সামনে। ও হাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা হয়েছিলো. তিনি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের। তোমার খোঁজ জানতে চাইছিলেন।
বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠতে ইভা তাকে শান্ত করা চেষ্টা করতে লাগলো।
মিছিল এগিয়ে গেলো সামনে।

বুড়িমা আশ্রিত মানুষগুলোর জন্যে রান্না আয়োজন করছিলেন। তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়েটি সাহায্য করছিলো তাঁকে।
বুড়ো বাবা তাঁর ঘরে একখানা জায়নামাজের ওপরে বসে তস্বি গুনছিলেন আনমনে।
আর বাস্তুহারার বাসিন্দারা শুঁয়োপোকার মত হাত-পা গুটিয়ে ঝিমুচ্ছিল বসে বসে।
এমন সময়।
ঠিক এমনি সময় তপুর মৃত্যুর খবর নিয়ে এলো। তিন সন্তানের একজন। সকলকে ডেকে একঘরে জড়ো করলো সে। তারপর ধীরেধীরে বললো।

বললো। তপু মারা গেছে। তপুকে মেরে ফেলেছে ওরা।
মুহূর্তে চমকে উঠলো সবাই।
বুড়িমা, বাবা। চৌদ্দ বছরের মেয়েটি আর দুই ভাই।
বুকের ওপরে হাত দুখানা জড়ো করে ক্ষীণ একটা আর্তনাদের ধ্বনি তুলে ধীরেধীরে মাটিতে বসে পড়লেন বুড়িমা।
শুকনো দুচোখে ভিজে এলো।
মনে হলো যেন সন্তানের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছেন তিনি।
তপু মরে পড়ে আছে রাস্তার উপুড় হয়ে।
তপুর মৃতদেহ একটি গাছের সঙ্গে ঝুলছে।
ঘরের ভেতরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তপু। চারপাশে রক্তের স্রোত বইছে।
তপুকে ওরা ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে মেরেছে।
তপুর মৃতদেহটা ওরা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।
তপু মরে পড়ে আছে একটা নর্দমার ভেতর।
একমুহূর্তে তপুর করুণ মৃত্যুর দৃশ্যগুলো চোখের সামনে যেন দেখতে পেলো ওরা।
বুড়িমা। বাবা। তিন সন্তান আর চৌদ্দ বছরের মেয়েটি। সহসা একজন ছুটে গিয়ে ঘরের **কোণে** রাখা দা টা হাতে তুলে নিলো।
আরেক ভাই নিলো একটা ছুরী।
তৃতীয়জন একটা লোহার শিক।
তিনজোড়া চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে।
দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ওরা।
সহসা পেছন থেকে ছুটে এসে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন বুড়ো বাবা। না। ওদের তোমরা হত্যা করতে পারবে না।
কেন?
কেন?
কেন?
তিন কণ্ঠ এক হয়ে প্রশ্ন করলো।
ওরা তো কোন দোষ করেনি। বুড়ো বাবা জবাব দিলেন। ওরা তোমাদের আশ্রিত। ওরা অসহায়। ওদের কেন হত্যা করবে।
কারণ ওরা সেই ধর্মের লোক যারা আমার ভাইকে খুন করেছে।
ওদের জাত এক।
ধর্ম এক।
বর্ণ এক।
গোষ্ঠি এক।
ভাষা এক।
ওদের খুন করে আমরা প্রতিশোধ নেবো।
না! বুড়ো বাবা যেন সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন। জাত, ধর্ম, বর্ণ গোষ্ঠি আর ভাষা এক বলে ওরা দোষী নয়! ওরা তো তপুকে খুন করেনি।

ওরা করেনি ওদের জাতভাইরা করেছে। সহসা বাঘিনীর মত স্বামীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বুড়িমা। সরে যাও সামনে থেকে। সরে যাও।

আশ্রয়ঘরের মধ্যে জানোয়ারের মত থাকা মানুষগুলো তখন পরম নির্ভরতায় ঘুমুচ্ছে।

মই বেয়ে উপরে উঠে এলো তিন ভাই।

ধীরে ধীরে দরজাটা খুললো ওরা।

ওদের চোখেমুখে রক্তের নেশা। মনে হলো যেন মানুষের চেহারা সরে গিয়ে কতগুলো হিংস্র বন্যপশুর মুখ ওদের কাঁধের উপর ঝুলছে।

একটা বাচ্চা ছেলে ঘুমন্ত মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছিলো। সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে।

তার হাসির শব্দে চমকে উঠলো তিনজন তস্কর।

হাত থেকে দা আর ছুরি নিচে মেঝোতে খসে পড়ার আওয়াজে আশ্রয়ঘরের বাসিন্দারা জেগে গেলো সবাই। ওরা অবাক হয়ে খোলা দরজায় দাঁড়ানো তিন ভাই-এর দিকে তাকালো।

ওদের সে-দৃষ্টি যেন সহ্য করতে পারলো না তিন ভাই।

ধীরেধীরে মাথা নামিয়ে নিলো।

একজন বললো, ও কিছু না। তোমরা কেমন আছো দেখতে এসেছিলাম। ঘুমোও এখন। ঘুমিয়ে পড়ো।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো ওরা।

চারপাশে ধূ-ধূ বালির চর।

আর আলকাতরার মতো ঘন অন্ধকার।

ভয়াবহ ক্লান্তির অবসাদে ভেঙে-পড়া তপু আর ইভার দুচোখে গভীর উৎকণ্ঠা।

একটি জীবন কিছুক্ষণের মধ্যে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেবে। কুড়িয়ে-পাওয়া আহত ছেলেটি একটু পরে মারা যাবে। তার চোখজোড়া বিবর্ণ হয়ে এসেছে, শুকনো ঠোঁটজোড়া ঈষৎ নেড়ে কী যেন বলতে চাইছে সে।

একটু পানি জোগাড় করতে পারো। ইভা অনুনয়ের সঙ্গে তাকালো। তপুর দিকে। ওর মুখে দেবো।

উঠে দাঁড়ালো তপু। সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মৃতপ্রায় ছেলেটির জন্যে পানি খোঁজে বেরিয়ে পড়লো সে।

তপু ছুটছে।

চারপাশে শুধু শুকনো বালি আর বালি।

একফোঁটা পানির অস্তিত্ব নেই কোথাও।

আরো অনেকক্ষণ পর যখন অবসন্ন দেহ আর হতাশ মন নিয়ে ফিরে এলো তপু, তখন আহত ছেলেটি মারা গেছে।

তৃষ্ণার্ত ঠোঁটজোড়া তার ঈষৎ খোলা।

পাশে বসে আছে ইভা।

আর মাটিতে শুয়ে-থাকা শিশুটি আকাশের দিকে হাত-পা ছুড়ে খেলা করছে। মুখে তার নিষ্পাপ হাসি।

ইভা কাঁদছে। দু-গণ্ড বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা পানি ঝরছে তার।
তপু কিছু বললো না। ওর মাথায় ওপরে নীরবে একখানা হাত রাখলো শুধু।
তারপর।
তারও অনেক অনেক পর আহত ছেলেটির শেষকৃত্যের জন্যে একটা কবর খোঁড়ার চেষ্টা করলো ওরা।
মাটি এখন মনে হলো পাথরের মত শক্ত।
ছোট্ট একটা কবর খুঁড়তে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠলো দুজনে। কিছু মাটি তোলার পর অবাক হয়ে দেখলো। চারপাশ থেকে স্রোতের মতো পানি এসে কবরটা ভরে যাচ্ছে।
দুহাতে পানি ফেলে দিয়ে কবরটাকে শুকোবার চেষ্টা করলো তপু, পারলো না।
অফুরন্ত পানি শুধু বেড়েই চলেছে।
ধীরেধীরে সেই পানির মধ্যে মৃতদেহটিকে নামিয়ে দিলো ওরা।
তারপর বাচ্চাটিকে বুকে তুলে নিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়ালো দুজনে।
ইভা মৃদুস্বরে বললো, আমি আর পারছি না।
তপু বললো। আর একটু পথ। এই পথটুকু পেরিয়ে গেলে আর কোনো ভয় নেই ইভা।
আমরা তখন নিরাপদ সীমানার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবো।

সামনে একটা জলে-ভরা দীর্ঘতিদীর্ঘ বিল।
দু-পাশ জুড়ে মখমলের মতো নরম সুবজ ঘাসে ভরা।
এখানে সেখানে দু-একটা গাছ ইতস্তত ছড়ানো।
ঘাসের ওপরে এসে বসলো ওরা।
তপু আর ইভা।
বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।
তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ধীরেধীরে শুয়ে পড়লো ইভা।
জানো, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।
তপুও শুয়ে পড়লো।
উপরে বিরাট বিশাল সীমাহীন আকাশ।
আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে তপু বললো, এখন আর আমাদের কোনো ভয় নেই ইভা।
ইভা ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি একটু হাসলো। আমি এখন কী ভাবছি বলতো?
কী ভাবছো?
বিয়ের পরে আমাদের জীবনটা কেমন হবে তাই। আমাকে ছেড়ে কিন্তু তুমি কোথাও যেতে পারবে না। যেখানে যাবে আমাকেও নিয়ে যাবে। সারাক্ষণ তোমার পাশেপাশে থাকবো। কী মজা হবে তাই না?
আর আমি কী ভাবছি জানো?
কী?
আমি যখন সারাদিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবো, তখন দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তোমাকে মাথে ধরে ডাকবো। আশেপাশের বাড়ির লোকগুলো সবাই চমকে তাকাবে সেদিকে। তুমি দরজা খুলেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে। এত দেরি হলো যে?

আমি বলবো। কী বলবো বলতো ?
তুমি বলবে অনেক কাজ ছিলো তাই।
না। না। আমি বলবো। কাজের মাঝখানে তোমাকে নিয়ে একটা মিষ্টি কবিতা লিখেছি, তাই।
তুমি শব্দ করে হেসে উঠে বলবে। কই দেখি দেখি। দেখাও না।
না এখন না।
কখন ?
যখন পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। এই পৃথিবীর একটি মানুষও জেগে থাকবে না। তুমি আমি পাশাপাশি বসবো। দুজনে দুজনকে দেখবো। তখন শোনাবো তোমাকে।
কি সুন্দর তাই না। ইভা ধীরেধীরে বললো।
বাচ্চাছেলেটা ইভার বুকে মুখ গুঁজে নীরবে ঘুমুচ্ছে।
তপু আর ইভার চোখেও ঘুম নেমে এলো একটু পরে। বহুদিন পরে ঘুমুচ্ছে ওরা।
শহরটা এখনো মৃত।
ক্ষতবিক্ষত।
এখানে সেখানে এখনো অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে।
কুকুরের।
বিড়ালের।
মানুষের।
অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো তপু আর ইভা।
জনশূন্য পথ দিয়ে চলতে গিয়ে ক্ষণিকের ভুলে-যাওয়া আতঙ্কটা যেন ধীরেধীরে আবার উঁকি দিতে লাগলো ওদের মনের মধ্যে।
তপুর দিকে তাকালো ইভা।
আমার ভয় করছে।
না না। ভয়ের কিছুই কারণ নেই ইভা। আমরা এসে পড়েছি।
একটা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো। আমাদের বাড়ি। তপু আস্তে করে বললো।
ইভা মুখ তুলে বাড়িটিকে একপলক নিরিখ করলো।
বার কয়েক কড়া নাড়লো তপু।
কোনো সাড়াশব্দ নেই।
আবার কড়া নাড়লো।
আবার।
সহসা শব্দ করে দরজাটা খুলে গেলো।
তপু দেখলো। তার মা। বুড়িমা।
পেছনের সিঁড়িতে সারে-সারে দাঁড়ালো তার বুড়ো বাবা।
তিন ভাই।
আর চৌদ্দ বছরের সেই মেয়েটি।
তপুকে দেখে চমকে উঠলো সবাই।
মা। বাবা। ভাই। বোন।
ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মা। তপু। তপু তুই বেঁচে আছিস ?

না। না। পরক্ষণে প্রচণ্ড শব্দের আর্তনাদ করে উঠলো ইভা।
তপু চমকে তাকিয়ে দেখলো।
বুড়িমায়ের হাতজোড়া রক্তাক্ত। যেন এই একটু আগে একসমুদ্র রক্তের মধ্যে হাতজোড়া ডুবিয়ে এসেছেন তিনি।
বাবার হাতে একটা চকচকে দা। দা-র ডগা থেকে তাজা রক্ত ঝরে-ঝরে পড়ছে।
ভাইদের হাতে লোহার শিক। তাজা খুনে ভরা।
না। না। মায়ের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল তপু।
ইভা ততক্ষণে বাচ্চাছেলেটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আবার ছুটতে আরম্ভ করেছে।
তীব্রবেগে তাকে অনুসরণ করলো তপু।
না। না। না।
শব্দের রাক্ষসগুলো আবার তাড়া করেছে পেছন থেকে।
পাগলা কুকুর নয়।
শূকর-শূকরী নয়।
কতগুলো মানুষ।
কতগুলো চেনা মুখ।
মায়ের। বাবার। ভাইয়ের। বোনের।
পেছন থেকে ছুটে আসছে। ছুটে আসছে ওদের হত্যা করার জন্যে। প্রাণপণে ছুটছে তপু আর ইভা।
বাচ্চাছেলেটা বুকের মধ্যে কাঁদতে শুরু করেছে। তার তীব্র কান্নার শব্দে মনে হলো গোটা মৃত শহরটা থরথর করে কাঁপছে। ওকে আরো জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো ইভা।
আমি আর পারি না। আর পারি না। গভীর যন্ত্রণায় পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো ইভা।
তপু এসে হাত ধরলো ওর।
ওরা ছুটছে।
শব্দের রাক্ষসগুলো তাড়া করছে পেছন থেকে।
ওরা ছুটছে।

তারপর।
অনেক অনেক অন্ধকার পথের শেষে সহসা নিজেদের সেই অফুরন্ত মিছিলের মাঝখানে আবিষ্কার করলো ওরা।
তপু আর ইভা।
একটা সীমাহীন সমুদ্রের পাড় ধরে মানুষগুলো এগিয়ে চলেছে সামনে।
ছেলে। বুড়ো। মেয়ে। শিশু।
যুবক। যুবতী।
দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত। অবসন্ন।
জীর্ণ। শীর্ণ। বিবর্ণ।
ক্ষতবিক্ষত দেহ। আর অবয়ব।

আমরা কোথায় ?
ভিয়েতনামে না ইন্দোনেশিয়ায়।
জেরুজালেমে না সাইপ্রাসে।
ভারতে না পাকিস্তানে।
কোথায় আমরা ?
ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোশিমায়।
ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়।
আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়াল্ডে গুলি করে।
আর আমার ভাই। তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতো।
বলতে গিয়ে দু-চোখের কোণে দু-ফোঁটা অশ্রু মুক্তোরমত চিকচিক করে উঠলো বুড়োটার।
ওর পাশে এসে দাঁড়ালো তপু আর ইভা।
তারপর সমুদ্রের পাড় ধরে ধীরেধীরে এগিয়ে গেলো ওরা। সামনে।